মন্মথ রায়

প্রণীত

রা
জ
ন
টী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

রচনাকাল······১০ই ডিসেম্বর—২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭
পি ২৩ মাণিকতলা স্পার, ফ্ল্যাট সাত, কলিকাতা

বারো আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কল্যাণীয়া জ্যোৎস্না সেন

পরমাত্মীয় সত্যপদ সেন

শ্রীকরকমলেষু

১৫ই পৌষ ;
১৩৪৪

রাজনটী

লেখকের কথা

সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স (C. A. P.) সম্প্রদায় কর্তৃক আমার 'বিদ্যুৎপর্ণা' অভাবনীয় সাফল্যের সহিত অভিনীত হওয়ায় প্রযোজক মধু বোস উৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তী নাটকের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন। সেই নাটক এই "রাজনটী"। মণিপুরী নৃত্যে শ্রীযুক্তা সাধনা বোসের অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া নাটকখানির আখ্যায়িকা মণিপুরে পরিকল্পনা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, আখ্যায়িকাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী শ্রীযুক্ত মধু বোস শ্রীযুক্তা সাধনা বোস ও শ্রীযুক্তা এলা সেন এই নাটক রচনাকালে নানাবিধ আলোচনা ও সমালোচনা দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পনর বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-সারথি শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় অখ্যাত অজ্ঞাত আমাকে ডাকিয়া আনিয়া দেশের নাটমণ্ডপে স্থান দিয়াছিলেন, তদবধি আমার সাহিত্য সাধনায় তাঁহার স্নেহ-ও শাসন রহিয়াছে, এ নাটকেও আছে। নাটকখানির গান রচনা করিয়া দিয়া আমার গীতরচনার দৈন্যকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়াছেন বিখ্যাত গীতকার, ব

অজয় ভট্টাচার্য্য। প্রচ্ছদপটখানি চিত্রিত করিয়াছেন সুচিত্র বন্ধু নরেন দত্ত। শ্রীযুক্ত সত্যেন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত হেমন্ত গুপ্ত নাটকের প্রযোজনোপযোগীপাণ্ডুলিপিলিখনে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। আমার পরমপ্রিয় শ্রীমান অনাদিপ্রসাদ সেন নাটক প্রকাশে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। মুগ্ধচিত্তে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

'বিদ্যুৎপর্ণা' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, রাজনটী সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারিতেছি। রূপদক্ষ মধু বোসের প্রযোজনায়, মধুচ্ছন্দা সাধনা বোসের এবং নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নাটনৈপুণ্যে সুরসুন্দর তিমিরবরণের মধুবর্ষণে, সর্ব্বোপরি ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সে'র সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতায় এবং ঐকান্তিক আগ্রহে 'রাজনটী' যে রসসৃষ্টি করিয়াছে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে তাহা ঘনঘন অভিনন্দিত হইয়াছে; আমি তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

বরদা ভবন | মন্মথ রায়
বালুরঘাট; (দিনাজপুর) | ২রা ফেব্রুয়ারী; ১৯৩

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স কর্তৃক
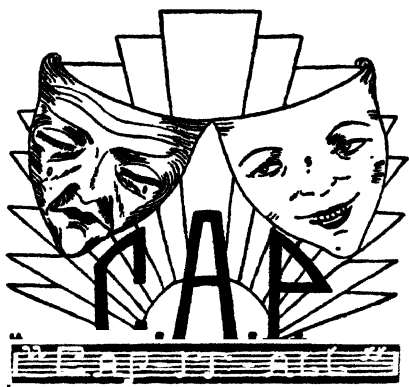
ফার্ষ্ট এম্পায়ারে

মন্মথরায়ের

রাজনটী

উদ্বোধন

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭

সন্ধ্যা ৬॥০ টা

প্রযোজক ... মধু বোস

সুরশিল্পী [নিউ থিয়েটার্সের সৌজন্যে] তিমিরবরণ

নৃত্য রচয়িত্রী ... সাধনা বোস

ঐক্যতান নায়ক ... প্রতাপ মুখার্জ্জি

সঙ্গীত রচয়িতা	...	অজয় ভট্টাচার্য্য
শিল্প পরিচালক	...	গীতা ঘোষ
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	সুশোভন গুপ্ত
পরিচ্ছদ পরিকল্পনা	...	সাধনা বোস
অর্কেষ্ট্রা	...	নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড
রূপ সজ্জাকর	...	কালিদাস এবং শ্যাম
দৃশ্যপট	...	শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
মঞ্চতত্বাবধায়ক	...	সুনীত সেন

— চরিত্র

মধুচ্ছন্দা	...	সাধনা বোস
কাশীশ্বর	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
চন্দ্রকীর্ত্তি	...	মধু বোস
জয় সিংহ	...	কল্যাণ মজুমদার
প্রিয়া	...	মঞ্জু দে
রিয়া	...	শীলা দত্ত
মহাকাল	...	বিভূতি গাঙ্গুলী
আচংকা	...	প্রীতিকুমার মজুমদার
টায়া	...	কালী ঘোষ
শ্রীকণ্ঠ	...	প্রতাপ মুখার্জি
দ্বারী	...	বোকেন চট্টো
সি-এ-পি নৃত্য-সম্প্রদায়		ব্রজবাসী, বিনীতা দে, শীলা দত্ত, নির্ম্মলা দত্ত।

প্রযোজক—মধু বোস

প্রথম দৃশ্য

নাটকের আখ্যায়িকাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ক্রমে যখন মণিপুরেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হয়— এই নাটক বর্ণিত ঘটনাটি তৎকালে সংঘটিত ব'লে পরিকল্পিত। মণিপুরে রাজনটী মধুচ্ছন্দার প্রাসাদোপম সৌধ ভবনে সুসজ্জিত নৃত্যশালা।

রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যা। মধুচ্ছন্দার সহচরী প্রিয়া ও রিয়া সখিগণ সঙ্গে রাসোৎসব করছে। ঝুলনায় রাধাকৃষ্ণের রূপসজ্জায় দুটি সখী দুলছে।

নৃত্য গীত

মিলন রাস খেলা
ধূলায় চাঁদের খেলা
মাধুরী চাহে সখি মধুর জনে।
শ্যাম-রাধা মিলে হেন
নিকষে কণক যেন
চন্দন মিলে নীল সলিল সনে॥

শ্রীকণ্ঠের প্রবেশ।

শ্রীকণ্ঠের গীত

সখিজন সবে মিলে নাচে গায় ঘুরে ফিরে
কাঞ্চন মণিমালা প্রায়
মহামরকতসম তারি মাঝে শোভে অতি
চির সুন্দর শ্যাম রায়।
একি হেরি অপরূপ রাস বিহার
নয়নে হেরি বিজলী বিথায়
মন্মথ ফুল-শরে হানে প্রেমচ্ছন্দ
হেনরূপ রস নিরখিতে আশ
তারকার দীপ ধরি জাগে রাকা চন্দ।

প্রিয়া, রিয়া ও শ্রীকণ্ঠ ব্যতীত সকলে চলে গেল।

শ্রীকণ্ঠ। রাজনটী মধুচ্ছন্দার জয় হোক্। আজ তাঁর আঙিনায় রাসপূর্ণিমার মহোৎসবে—এই দীন হীন শ্রীকণ্ঠ কীর্ত্তন গাইতে নিমন্ত্রিত! জয় গৌরাঙ্গ! জয় গৌরাঙ্গ! কিন্তু কই, রাজনটীর দর্শন তো এখনো পেলাম না!

প্রিয়া। যুবরাজের প্রতীক্ষায় তিনি বাতায়নে অপেক্ষা করছেন। যুবরাজ এলেই কীর্ত্তন সুরু হবে। আপনার দলবল কোথায়?

শ্রীকণ্ঠ। রাসপূর্ণিমায় তারা নগর কীর্ত্তনে বের হয়েছে—এলো বলে। আজ আবার মহারাজার আমন্ত্রণে শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশোদ্ভব প্রভুপাদ শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী এই রাসপূর্ণিমাতেই আমাদের মণিপুর রাজপুরীতে শুভ পদার্পণ করবেন কথা আছে। শুনেছেন?

প্রিয়া। শুনেছি।

শ্রীকণ্ঠ। একে রাসপূর্ণিমা, তদুপরি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশোদ্ভব প্রভুপাদ! জয় গৌরাঙ্গ! জয় গৌরাঙ্গ!

শ্রীকণ্ঠ অভ্যন্তরাভিমুখে চলে গেলেন।

বহির্দ্বারের দ্বারী ঘণ্টাধ্বনি ক'রে ভেতরে এসে নবাগতদের আগমন ঘোষণা করতে লাগ্‌লো। প্রিয়া ছুটে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করতে লাগ্‌ল।

দ্বারী। পরিব্রাজক আচংফা! পণ্ডিত মহাকাল!

দ্বারীর প্রস্থান।

আচংফা ও মহাকালের প্রবেশ

মহাকাল। এই যে রিয়া! সব কুশল?

রিয়া। (চন্দন অগুরুতে এঁদের প্রসাধন করতে করতে) হ্যাঁ!

মহাকাল। আমাদের বড়ই বিলম্ব হ'য়ে গেছে। রাসোৎসব কি—

প্রিয়া। এই তো সবে সুরু হোল।

আচংফা। যুবরাজ এসেছেন?

প্রিয়া। না। সংবাদ পাঠিয়েছেন—আস্‌ছেন।

রিয়া। আপনি নাকি চীনদেশ ঘুরে এলেন?

আচংফা। হ্যাঁ, এলাম—আমাকে ভোলনি দেখ্‌ছি!

রিয়া! আপনার নামটি কিন্তু ভুলে গেছি।

আচংফা। চূড়াচাঁদ—কিন্তু, এবার চীনে গিয়ে উপাধি পেয়েছি আচংফা। মনে রেখো। তোমার নামটি কিন্তু আমি ভুলিনি—"রিয়া"!

প্রিয়া। আর আমার নামটি?

আচংফা। প্রিয়া।

মহাকাল। ও নাম কি কেউ কখনো ভোলে?—মৃত্যু কালেও—

প্রিয়া। না, না, তখন বরং আপনার নামটাই বিশেষ ক'রে মনে পড়্‌বার কথা—

মহাকাল। কেন আমার নাম "মহাকাল" ব'লে বল্‌ছো? তা

বটে! কিন্তু তোমায় আমি বলে রাখ্ছি প্রিয়া, মণিপুরের যে ইতিহাস আমি লিখেছি তা'তে রাজনটী মধুচ্ছন্দার সঙ্গে তোমার নাম আমি স্বর্ণাক্ষরে—আচ্ছা, সে তোমায় আমি গোপনে বল্‌বো—

আচংফা। চীনে দেখে এলাম একজনের সাম্‌নে আর একজনকে গোপনে কোন কথা বল্‌ব বলা ভারী অভদ্রতা।

রিয়া। (আচংফাকে) আপনি চট্‌ছেন কেন? আপনিও আমায় গোপনে বলুন না চীনে কি দেখে এলেন। আচ্ছা, আপনি ওখানে ব্যাঙ্ খেয়েছেন?

আচংফা। ব্যাঙ্!

রিয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনুন—

রিয়া আচংফাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

প্রিয়া। (মহাকালকে) আপনার মণিপুরের ইতিহাস লেখা কি শেষ হবে না?

মহাকাল। কবে শেষ হ'য়ে যেত! কিন্তু, একটা জায়গায় গিয়ে এমন শক্ত এক সমস্যায় পড়েছি—আর এগুতে পারছি না।

প্রিয়া। বলুন না গোপনে আমায় কি বল্‌বেন?

মহাকাল। মণিপুরের ইতিহাসে তোমার সম্বন্ধে আমি একটা

গোটা অধ্যায়ই লিখ্‌ছি—লিখ্‌তে লিখ্‌তে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছি—যে আর না জান্‌লে চলে না যে—কা'কে—কা'কে তুমি গোপনে ভালবাসো প্রিয়া !

প্রিয়া। আজ থাক্‌, সে আপনাকে একদিন গোপনেই বল্‌বো।

মহাকাল। (বক্ষাবরণ তল হতে একটি চন্দ্রমল্লিকা সংগোপনে বের কর্‌লে) তোমার জন্যে—তোমারই জন্যে—আমার মনের বনের প্রথম ফুলটি—আজ এনেছি—(প্রিয়াকে দিয়ে) দেখো—কাউকে আবার বলো না।

প্রিয়া। (জানাল) না ! না !

কথা বল্‌তে বল্‌তে আচংফা ও রিয়া এদিকে এগিয়ে এল।

আচংফা। (রিয়াকে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—

রিয়া। (আচংফাকে) না—না—

আচংফা। (রিয়াকে) দেখ্‌লে না—

মহাকাল। (আচংফা ও রিয়াকে) কি দেখ্‌লে ?

আচংফা। (রিয়াকে) বুঝেছ ! হিং—ফা—চুং !

মহাকাল। (আচংফাকে) আমি এই মুহূর্ত্তে জান্‌তে চাই, ও কথাটার মানে কি ?

আচংফা। বল্‌বো—বল্‌বো—সে আমি তোমায় গোপনে বল্‌বো।

মহাকাল। না না, সে হবে না।

প্রিয়া। কথাটা কি? চং—ফা—হিং।

রিয়া। না, না—হিং—ফা—চুং।

মহাকাল (ভারী রেগে আচংফাকে) ওর মানেটা—ওর মানেটা বল—

রিয়া। (মহাকালকে) আমি বল্‌ছি আমার সঙ্গে আসুন-

মহাকাল। (আচংফার দিকে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে) চল—

মহাকালকে নিয়ে রিয়া চলে গেল।

আচংফা। একি হ'ল!—তুমি আর আমি একেবারে একা!

প্রিয়া। তা আর কি হবে! যুবরাজ আর এলেন কই?

আচংফা। কাল তাঁর রাজ্যাভিষেক! আজ বোধ হয় তোমাদের ভুলে গেছেন। এখন ভুলে যাওয়ার কথাও বটে!

প্রিয়া। কেন?

আচংফা। শুধু ত রাজ্যাভিষেক নয়, রাজ্যাভিষেকের সময় ত্রিপুর রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহের বাক্‌দানও হবে।

প্রিয়া। সে আমরা জানি। ত্রিপুর রাজদূত নারকেল নিয়ে ব'সে আছে।

আচংফা। চীনে দেখে এলাম, নারকেল নয়—

প্রিয়া। তবে কি?

আচংফা। আচ্ছা সে আমি তোমায় গোপনে বল্‌বো।

প্রিয়া। এর চেয়ে গোপন আপনি আর পাবেন কোথায়! নিন্‌—
আমার মনের বনের প্রথম ফুলটি আপনাকেই দিলাম।

মহাকালের দেওয়া চন্দ্রমল্লিকাটি দিল।

দেখ্‌বেন—আবার কাউকে বল্‌বেন না যেন!

আচংফা জানাল—"না"।

প্রিয়া। চলুন।

আচংফা। কোথায়?

প্রিয়া। ঐ দিক্‌টায়—রাসমঞ্চের ওধারে—

আচংফা। চীনে দেখে এলাম রাসমঞ্চ নেই—

প্রিয়া। ফাঁসিমঞ্চ আছে? তা এখানেও আছে। তবে কি
ফাঁসিমঞ্চেই যেতে চান্‌?

গীত

প্রিয়া। রাধা আর শ্যাম যেথা করে খেলা
তারে কহে রাসমঞ্চ
তুমি আর আমি তেমতি করিলে
হবে তাহা ফাঁসিমঞ্চ।

সখা, রাসের ঝুলনায় হোল না ঝোলা
গলে দড়ি দিয়া ঝুলিতে হবে
ওদের হাসি মোদের ফাঁসি সমান কথা
দেবতার প্রেম লীলা নাম ধরে
আমাদের প্রেমে কিল চড় পড়ে।
তাই ওদের রাসমঞ্চ
মোদের ফাঁসিমঞ্চ হোল গো,
এ জীবনে আর প্রেম করা হোল না গো॥

আচংকা। হিং—কা—চুং!

প্রিয়া। আচংকা!

অভ্যন্তরামুখে চলে গেল।

আচংকা। হিং—কা—চুং!

ছুটে এল রিয়া।

রিয়া। (পিছন পানে চেয়ে দেখে) ওর মানেটা আমায় শীগ্‌গির বলুন্ তো…এলো বুঝি, বলুন্!

আচংকা। মানে, আমার মনের বনের প্রথম ফুলটি আমি তোমায় দিচ্ছি।

চন্দ্রমল্লিকাটি রিয়াকে দিল।

রিয়া। তাই বলুন—(ফুলটি নিয়ে) আচংফা! হিং-ফা-চুং!
আচংফা। আচংফা—হিং—ফা—চুং।

প্রিয়া এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রিয়া। আবার হিং—ফা—চুং?
আচংফা। এই যে প্রিয়া! রিয়াকে আমি বল্‌ছিলাম—
প্রিয়া। কি বল্‌ছিলেন?
আচংফা। চল আমি তোমায় গোপনে বল্‌ছি—
প্রিয়া। আসুন—এখুনি বল্‌তে হবে—

আচংফাকে নিয়ে অভ্যন্তরাভিমুখে চলে গেল।

রিয়া। হিং—ফা—চুং! হিং—ফা—চুং!

অন্ত দিক থেকে মহাকাল ছুটে এল।

মহাকাল। আবার! আবার সেই!
রিয়া। হিং—ফা—চুং! হিং—ফা—চুং!
মহাকাল। (রিয়াকে ধরে) এই মুহূর্ত্তে বল্‌তে হ'বে নারী ঐ কথাটার মানে কি?
রিয়া। কাউকে বল্‌বেন না?

মহাকাল। তুমি বল—তুমি বল।

রিয়া। বল্‌তেই তো চাই—

সেই চন্দ্রমল্লিকাটি বের ক'রে সাম্‌নে ধরলে।

মহাকাল। (নিয়ে) একি! আমারই সেই ফুল! প্রিয়া! প্রিয়া!

রিয়া। প্রিয়া নই—রিয়া! আমি রিয়া।

মহাকাল। প্রিয়া! প্রিয়া!

অভ্যন্তরের দিকে ছুট্‌ছিল—এমন সময়
প্রিয়া ও আচংফা এসে দাঁড়াল।

মহাকাল। এ ফুল রিয়ার হাত দিয়ে আবার আমার হাতে আসে কেন?

প্রিয়া। (আচংফাকে) ও ফুল রিয়ার হাতে কেন?

আচংফা। (রিয়াকে) ও ফুল মহাকালের হাতে কেন?

মহাকাল। বুঝ্‌লাম।

প্রিয়া। বুঝ্‌লাম।

আচংফা। বুঝ্‌লাম।

রিয়া। বুঝ্‌লাম।

সকলের নৃত্যগীত

হিং—ফা—চুং
মনের বনের একটি ফুল
তোমায় দিব কর্ব্বো না ভুল
—হিং—ফা—চুং
—চুং—ফা—হিং
—আচংফা।
একটি মনের মরম ব্যথা
কেউ বোঝে না, কেউ বোঝে তা
—হিং—ফা—চুং—
—চুং—ফা—হিং—
—আচংফা॥

বহির্দ্বারে জয়বাদ্য। দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। যুবরাজ চন্দ্রকীর্ত্তি!

প্রস্থান।

বহির্দ্বার দিয়ে যুবরাজ চন্দ্রকীর্ত্তি ও অন্দর থেকে
মধুচ্ছন্দা যুগপৎ প্রবেশ কর্‌লেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি। (চারিদিকে চেয়ে দেখে) রাসপূর্ণিমাই বটে !

মধুচ্ছন্দা। শুধু রাসপূর্ণিমা নয়। আগামী সুপ্রভাতের আগমনী উৎসব আজ। এবং উৎসব হবে সারা রাত—

চন্দ্রকীর্ত্তি। বল কি !

মধুচ্ছন্দা। রাত্রি প্রভাতে আমিই সর্ব্বপ্রথম "মহারাজ" ব'লে অভিনন্দন কর্‌তে চেয়েছিলাম—যুবরাজ যদি তা না চান্—উৎসব থাক্—

চন্দ্রকীর্ত্তি। আমি যা চাই, তাই কর্‌বো—তুমি যা চাও—তাই ক'রো !

মধুচ্ছন্দা। যুবরাজের জয় হোক ! যুবরাজের জয় হোক্ ! উৎসব ! উৎসব !

মহাকাল। তা হ'লে সারারাত উৎসব—এবং দেবী মধুচ্ছন্দাই সর্ব্বপ্রথম "মহারাজ" ব'লে বন্দনা কর্‌বার সৌভাগ্য লাভ কর্‌লেন। একটা চিত্তচাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক ঘটনা ! স্বর্ণাক্ষরে লিখ্‌তে হ'বে।

আচংফা। চীনে দেখে এলাম, রাজ্যাভিষেকে সর্ব্বপ্রথম "মহারাজ" ব'লে ডাক্‌বার অধিকার রাজমহিষীর।

চন্দ্রকীর্ত্তি। শুন্‌লে তো মধুচ্ছন্দা, ভাগ্যিস এটা চীন নয় ! নইলে

যে খেয়াল তোমার হয়েছে, তা'তে আজ রাত্রেই আমার মহিষী না হ'য়ে তোমার উপায় নেই। তা'হলে হোক্ উৎসব—

উৎসব। রাসলীলা নৃত্য। মধুচ্ছন্দা ও চন্দ্রকীর্ত্তি বাদে আর সবাই অভ্যন্তরে চ'লে গেল।

মধুচ্ছন্দা। স্বপ্নের জীবন।

চন্দ্রকীর্ত্তি। জীবনের স্বপ্ন।

দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। সেনানায়ক টায়া।

চন্দ্রকীর্ত্তি। (বিরক্ত হ'য়ে) আঃ আবার এখানে কেন?— আস্‌তে বল।

দ্বারীর প্রস্থান।

মধুচ্ছন্দা। এই রাতটি—এই রাতটি—এই একটি রাত আমার!

সেনানায়ক টায়ার প্রবেশ।

টায়া। যুবরাজ!

চন্দ্রকীর্ত্তি। কি?

টায়া। মহারাজের আদেশেই যুবরাজকে বিরক্ত কর্‌তে সাহসী হ'য়েছি—

চন্দ্রকীর্ত্তি। বল—

টায়া। প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে রওনা হ'য়ে আজ মধ্যাহ্নে একক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্যামসুন্দর মঠে পৌছেছেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি। জানি। তাঁকে রাজোচিত অভ্যর্থনা ক'রে আন্‌বার জন্যে রাজাদেশে এক বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে গিয়েছিলে—তিনি এসেছেন ?

টায়া। না এলেন না।

চন্দ্রকীর্ত্তি। কেন ? আজই তো তাঁর আসবার কথা !

টায়া। আস্‌বেন। কিন্তু, শোভাযাত্রা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বল্‌লেন—"আমি সন্ন্যাসী—আমি যাবো একা। শোভাযাত্রা ক'রে নয়, সমারোহ ক'রে নয়—"

চন্দ্রকীর্ত্তি। বেশ তো, তা আমার কাছে কেন ?

টায়া। মহারাজ এ সংবাদে কিন্তু মহা বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। তিনি স্বয়ং আপনাকে তাঁর কাছে পাঠাতে চাইছেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি। আমাকে !

টায়া। হাঁ, আপনাকে। প্রভুপাদ যদি একাকী ওভাবে নগর প্রবেশ করেন—ধর্ম্মের অসম্মান হবে।

চন্দ্রকীর্ত্তি। না, বিপরীত ব্যবস্থা করলেই বরং অসম্মান হবে। যাও—তুমি গিয়ে ব'ল—

টায়া সন্তুষ্ট হ'লনা—আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

চন্দ্রকীর্ত্তি। যাও।

টায়া মধুচ্ছন্দার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে চ'লে গেল।

মধুচ্ছন্দা। যুবরাজ না যাওয়াতে মহারাজ রুষ্ট হবেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি। কিন্তু যদি যেতাম তুমি কি তুষ্ট হ'তে?

মধুচ্ছন্দা। (মাথা নেড়ে জানাল—"না") এই প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প শুনেছি।

চন্দ্রকীর্ত্তি। কিন্তু তা'র চেয়ে ঢের অলৌকিক গল্প লোকে তোমার সম্বন্ধে শুনেছে।

মধুচ্ছন্দা। নতুন একটা বল ত!

চন্দ্রকীর্ত্তি। তুমি কামাখ্যার গাইনি—

মধুচ্ছন্দা। ও পুরোণো—

চন্দ্রকীর্ত্তি। যুবরাজ চন্দ্রকীর্ত্তিকে তুমি নাকি গুণ করেছো!

মধুচ্ছন্দা। এও পুরোণো হ'য়ে গেছে।

চন্দ্রকীর্ত্তি। কাল যুবরাজের রাজ্যাভিষেক এবং ত্রিপুর রাজকন্যার সঙ্গে শুভবিবাহের বাক্‌দান—শুনেছ?

মধুচ্ছন্দা। জানি।

চন্দ্রকীর্ত্তি। লোকে বল্‌ছে রাজ্যাভিষেক হয়তো হবে—কিন্তু ত্রিপুর রাজকন্যার সঙ্গে বাক্‌দানের ব্যাপারটা আর হবেনা। ত্রিপুর রাজদূত যেমন নারকেল হাতে এসেছিল—তেম্‌নি নারকেল হাতে ফিরে যাবে।

মধুচ্ছন্দা। কেন? কেন?

চন্দ্রকীর্ত্তি। তোমার কীর্ত্তি—রাজ্যাভিষেকের পরই নাকি আমি ঘোষণা কর্‌বো…আমার একমাত্র বধূ—একমাত্র প্রিয়া—রাজনটী মধুচ্ছন্দা!

মধুচ্ছন্দা। ছিঃ ছিঃ সে কি কথা—

চন্দ্রকীর্ত্তি। লোকে বল্‌ছে—

মধুচ্ছন্দা। না—না—

চন্দ্রকীর্ত্তি। (মধুচ্ছন্দাকে টেনে এনে) আমিও বল্‌ছি।

মধুচ্ছন্দা। না, না, ছাড়ো—লোকে কি বল্‌বে!

চন্দ্রকীর্ত্তি। লোকে তো বল্‌ছেই—

দ্বারী নেপথ্য থেকে সভয়ে জানাল—"সেনানায়ক টায়া"।

চন্দ্রকীর্ত্তি। বল অনবসর—

মধুচ্ছন্দা। না—না—হয়তো প্রভুপাদ রাজধানীতে শুভপদার্পণ করেছেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি। আচ্ছা আস্‌তে বল।

মধুচ্ছন্দা। প্রভুপাদ আস্‌ছেন! তাঁকে কোনও দিন দেখিনি—দেখ্‌তে পাবো কিনা তাও জানিনা! কিন্তু মন আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ছে!

চন্দ্রকীর্ত্তি। কেন বল তো? তুমি তো এখনো বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা পাওনি। সময় সময় আমি ভাবি রাধাকৃষ্ণকে তুমি এত ভালবাসো কেন?

মধুচ্ছন্দা। কৃষ্ণকে রাধার ত পাবার কথা নয়! তবু পেল! কি ক'রে পেল—আমি জান্‌তে চাই!

সেনানায়ক টায়া পুনরায় এল।

টায়া। যুবরাজ!

চন্দ্রকীর্ত্তি। কি?

টায়া। যুবরাজ অবশ্যই জানেন যে শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যপদধূলি বহন করে আস্‌ছেন প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী!

চন্দ্রকীর্ত্তি। জানি।

মধুচ্ছন্দা। মহাপ্রভুর পদধূলি!

টায়া। বৈষ্ণবের স্বপ্নাতীত সম্পদ—মহাপ্রভুর পদধূলি নিয়ে—

সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় প্রভুপাদ আসছেন। পথে যদি—

চন্দ্রকীর্ত্তি। মহারাজকে গিয়ে বল, বৈষ্ণবের এ চিন্তাও পাপ! স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলি যাঁর হাতে—তাঁর অমঙ্গল অসম্ভব—যাও!

টায়ার প্রস্থান।

মধুচ্ছন্দা। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের পদধূলি—! শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলি—!

চন্দ্রকীর্ত্তি। হ্যাঁ, মহারাজ আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্ম মহোৎসবে যোগ দিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে যাবেন—বাকী জীবন সেই মহাতীর্থেই কাটিয়ে দেবেন—মহারাজের এই সঙ্কল্প জেনে শ্রীধাম নবদ্বীপের গোস্বামী মহাপ্রভুরা আনন্দিত হ'য়ে প্রভুপাদকে এখানে পাঠিয়েছেন—সঙ্গে পাঠিয়েছেন ঐ পরম আশীর্ব্বাদ!

মধুচ্ছন্দা। মহাপ্রভুর পদধূলি!

ভাবাবেশে তার চোখ বুজে এল।

আঃ!

রাজনটী

গাইতে গাইতে শ্রীকণ্ঠ এল।

কীর্ত্তন

শ্রীকণ্ঠ। মাধব মিনতি করি তোমায়
তিল তুলসী দিয়া এদেহ দিনু পায়
কেমনে ত্যজিবে মোরে—সে কোন্ ছলনায়?
কত যে দোষ মম কিছুতো নাহি গুণ
তবু যে আমি তব, তুমি হে মম,
জগতের নাথ প্রভু, জগতে তরাইবে
জগত বাহির কিগো পরাণ মম?

নগর কীর্ত্তন সেরে কীর্ত্তনীয়াগণ আস্‌ছিল—তারা বাইরে থেকে এই গানে যোগ দিয়ে—এখানে প্রবেশ করলো—অভ্যন্তর থেকে প্রিয়া, রিয়া ও সহচরীরা এসে আসর ক'রে বস্‌ল।

কীর্ত্তন

মধুচ্ছন্দা। সখি, শ্যা[illegible] আছে হিয়াময়
সে প্রেম কা[illegible]হনী যত কহি সখি,
তিলে তিলে নব হয়।
জনম অবধি হাম রূপ হেরিনু, সখি
আঁখি-তৃষা মিটিল না কভু

কত যুগ যুগ ধরি হিয়া হিয়া রাখনু
জ্বালা মোর ছাড়িল না তবু ॥

প্রিয়া। তুমি কোনও দিন যমুনা সিনানে
গিয়াছিলে নাকি একা
শ্যামের সহিত কদম্ব তলাতে
হৈয়াছিল নাকি দেখা ?
সেই দিন হইতে সে ও পথেতে
করে নাকি আনাগোনা,
'রাধা' 'রাধা' বলি বাজায় মুরলী
তাই হৈল জানাশোনা—

মধুচ্ছন্দা। কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি নয়নতারা
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলী
নিমিখে নিমিখে [illegible]রা।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়,
ভাবি দেখিলাম শ্যাম বধূ বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥

হঠাৎ সেনানায়ক টায়ার প্রবেশ।

টায়া। শ্রীমন্মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহের প্রবেশ।

সকলে উঠে দাঁড়াল।

জয়সিংহ। (চন্দ্রকীর্ত্তিকে) চন্দ্রকীর্ত্তি, না এসে আমি পারলাম না—শ্রীমহাপ্রভুর পদধূলি নিয়ে এই রাসপূর্ণিমায় রাজপুরীতে আসবেন কাশীশ্বর গোস্বামী। এখনো তাঁর সন্ধান নেই। অথচ তুমি এখানে—

কীর্ত্তনীয়াদের মধ্য হ'তে উঠে দাঁড়ালেন
প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী।

কাশীশ্বর। আমি এসে[illegible]নগর কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমি চ'লে এসেছি।

জয়সিংহ। আপনি প্রভু! আপনি! প্রভুপাদ!

কাশীশ্বর। হ্যাঁ, রাসপূর্ণিমা আজ সার্থক। এমন স[illegible]ন আমি কখনও শুনিনি—বৈষ্ণবের প্রাণাধিক সম্পদ—স্বয়ং

শ্রীমহাপ্রভুর পুণ্য পদধূলি দিয়ে আমি তোমায়
আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—

জয়সিংহ। নটী! নটী! নটী!

কাশীশ্বর। নটী!

আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। একটা অস্ফুট
আর্ত্তনাদ ক'রে মধুচ্ছন্দা লুটিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্বোক্ত বর্ণিত অবস্থায় মধুচ্ছন্দা লুটিয়ে প'ড়ে রয়েছে। পার্শ্বে তার চন্দ্রকীর্ত্তি।

চন্দ্রকীর্ত্তি। মধুচ্ছন্দা!

মধুচ্ছন্দা। (মুখ তুলে দেখ্‌লো) তুমি! এখনও এখানে! আমি নটী! আমি নটী!

চন্দ্রকীর্ত্তি। ঋষি বলে তো তোমায় কোনদিন জানতাম না মধুচ্ছন্দা।

মধুচ্ছন্দা। না, না, তুমি যাও! চ'লে যাও!

চন্দ্রকীর্ত্তি। নিমন্ত্রণ ছিল আজ সারা রাত্রি! রাত ভোর হয়েছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না!

দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। সেনানায়ক ট...

চন্দ্রকীর্ত্তি। (মহাবিরক্ত হ'য়ে) আবার সেনানায়ক টায়া! বল এটা রণক্ষেত্র নয়, নটীর নাট্যশালা...

দ্বারীর প্রস্থান।

মধুচ্ছন্দা। এতদিন জানতাম্ মানুষই দেবতাকে এড়িয়ে চলে। আজ এই প্রথম দেখ্লাম—দেবতা মানুষকে এড়িয়ে গেলেন!

চন্দ্রকীর্ত্তি। এবং যেখানে সারা রাত্রির নিমন্ত্রণ, সেখানে মধ্য রাত্রেই বলা হয়,—চ'লে যাও—এও আমি আজ প্রথম দেখে গেলাম!

চন্দ্রকীর্ত্তি উঠ্লেন।

মধুচ্ছন্দা। (উঠে গিয়ে তার হাত ধরে) না—না—সেকি! প্রিয়া!

প্রিয়া ছুটে এল।

—সবাই চলে গেছে?

প্রিয়া। না।

মধুচ্ছন্দা। যায়নি! তবে তাঁ[illegible]রম বন্ধু! ডাকো—তা'দের ডাকো…

[illegible]। তোমরাও এসো। ভুলো না, উৎসবের কথা ছিল আজ সারারাত।

প্রিয়া চলে গেল।

দ্বারী প্রবেশ করল।

দ্বারী। মন্ত্রী শীলভদ্র।

চন্দ্রকীর্ত্তি। কি বিপদ! গিয়ে বল, তিনি বাড়ী ভুল ক'রেছেন। এটা তাঁর মন্ত্রণাকক্ষ নয়…

দ্বারীর প্রস্থান।

মধুচ্ছন্দা। সোজা বল্‌লে না কেন, এখানে আস্‌তে নেই—এখানকার ছায়া মাড়াতে নেই! তা ছাড়া আর কি—

মুখ ফেরালো।

গান

চন্দ্রকীর্ত্তি। যত করি অনুনয় বঁধু নাহি ফিরে চায়,
হায় ধনী মানিনী পাষাণী কি তুমি হায়?
বাণী মোর বিলাপিছে তুমি নাহি পাত কান,
প্রিয় সখি যত ডা[illegible] দ্বিগুণ বাড়ে মান।

ইতিমধ্যে আচংকা—ম[illegible]—স্নিগ্ধা ও প্রিয়া এসে পড়েছে—
তা'রা সকৌতুকে দূর থেকে এ দৃশ্য দেখ্‌ছে।

আচংকা। চীনে দেখে এলাম বিপদে পড়লে রাজারা চেঁচিয়ে গায়। এখানেও দেখছি তাই—!

চন্দ্রকীর্ত্তি। তার চেয়ে বরং বেশী—(হেসে) ছিং—ফা—চুং! বুঝলে?

মহাকাল। যুবরাজ জানেন দেখ্‌ছি!

আচংফা। সে যে কি হৃদয় বিদারক অবিচার, আপনি তাও জানেন নিশ্চয়? জানেন যখন বিচার করুন—

মধুচ্ছন্দা। বিচারটা আমিই কর্‌ছি। কি নিদারুণ অধর্ম্ম! কই, ফুলটি কই?

মহাকাল। (ফুলটি দিয়ে) জয় দেবী মধুচ্ছন্দার জয়!

আচংফা। জয় দেবী মধুচ্ছন্দার জয়!

মধুচ্ছন্দা। প্রিয়া! তোমার কি বলবার আছে?

মধুচ্ছন্দা হেসে ফুলটি প্রিয়াকে দিল—গান ক'রে নেচে নেচে প্রিয়া ফুলটির পাঁপড়িগুলি ছিঁড়ে ফেলতে লাগ্‌ল।

গান

প্রিয়া। যে ফুল ফুটেছে ব[illegible]

আপনার ম[illegible]না পবনে

—সেতো কা[illegible]কারো নয়!

বেভুল পথিক আমি

কেন চাহে মিছে সে ফুলের হাসি!

—সে তো কারো নয়—কারো নয়।

আঁখিজল মম ফুল,
ঝ'রে যায় শুধু তা'রে চাওয়া ভুল
—সে তো কারো নয়—কারো নয় !

দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। কুল-পুরোহিত সুধর্ম্ম।

চন্দ্রকীর্ত্তি। স্বয়ং কুল-পুরোহিত !

মধুচ্ছন্দা। রাত্রি তবে প্রভাত হ'ল !

চন্দ্রকীর্ত্তি। না না—এ রাত্রি প্রভাত হ'বার নয়। গিয়ে বল এখানে দারুণ অধর্ম্ম, সুধর্ম্মের স্থান নেই !

আচংকা। এবার তবে মহারাজ স্বয়ং আস্‌বেন—অভিষেক রয়েছে—বাক্‌দান রয়েছে,—না এসে পারেন !

মধুচ্ছন্দা। আমার উৎসব শেষ ! আমার উৎসব শেষ !

চন্দ্রকীর্ত্তি। কেন উৎসব শেষ [illegible] ন ওরা আসে ? ব'লে দাও —আমার স[illegible]ন [illegible]বে না।

মহাকাল। যদি মহারাজ [illegible]সেন ?

চন্দ্রকীর্ত্তি। না, না, তা হ'লেও নয় !

আচংকা। বাকি রইলেন তবে প্রভুপাদ কাশীশ্বর।

চন্দ্রকীর্ত্তি। প্রভুপাদ কাশীশ্বর ! হ্যাঁ; তিনি যদি আসেন—এই

নটীর গৃহে—দেখা হবে—(দ্বারীর প্রতি)
যাও—

দ্বারীর প্রস্থান।

মধুচ্ছন্দা। তিনি আস্‌বেন। তিনি আস্‌বেন। আমার মন বল্‌ছে তিনি আস্‌বেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি। তিনি আস্‌বেন না—কখনও আসবেন না। উৎসব কই? উৎসব কই? আজ আমাদের সত্যিকারের রাসোৎসব!—

দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। দ্বারদেশে ত্রিপুর রাজদূত।

মধুচ্ছন্দা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে শিউরে উঠ্‌ল—
চন্দ্রকীর্ত্তি তাকে গিয়ে ধ'রে ফেল্‌লেন।

ঐ। তাকে এ গৃহ হ'তে বার করে দাও—গৃহদ্বার বন্ধ ক'রে দাও—

ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ করা [illegible] দেখা গেল বাহির থেকে
দুখানি হাত এসে [illegible] বাধা দিল।

চন্দ্রকীর্ত্তি। কে?

চ[illegible]কীর্ত্তি দ্বারের দিকে এগিয়ে গেল—যাঁর হাত দেখা গিয়েছিল—তিনি
ভিতরে এলেন—দেখা গেল তিনি স্বয়ং কাশীশ্বর গোস্বামী।

কাশীশ্বর। আমি! আমাকে তুমি আহ্বান করেছ—এবং আহ্বান করেছো এই নটীর গৃহে—আমি এসেছি—এবার তুমি এসো!

কেন?

কাশীশ্বর। তোমার অভিষেক—তোমার বাক্‌দান—!

চন্দ্রকীর্ত্তি। বাক্‌দান আমি করেছি—

কাশীশ্বর। বাক্‌দান তুমি করেছ!

চন্দ্রকীর্ত্তি। হ্যাঁ—(মধুচ্ছন্দাকে টেনে নিয়ে) আমার বাগ্‌দত্তা বধূ।

কাশীশ্বর। রাজনটী মধুচ্ছন্দা তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ! তুমি যে বৈষ্ণবকুলতিলক জয়সিংহের পুত্র! বৈষ্ণবের আশা! বৈষ্ণবের ভরসা! মহাপ্রভুর অগ্রদূত! চন্দ্রকীর্ত্তি! চন্দ্রকীর্ত্তি!

একে নিয়ে যদি আমার রাজ্যাভিষেক হয়, আমি রাজা। আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন!

কাশীশ্বর। শ্রীধাম নব[illegible] মহাপ্রভুর পুণ্য পদধূলি বহন ক'রে সুদূর এই মণিপুরে আমি এসেছি তোমারি জন্য—তোমারি জন্য চন্দ্রকীর্ত্তি! সে পদধূলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ভাবতেও আমি শিউরে [illegible]ছি। আমি কি ফিরে যাব চন্দ্রকীর্ত্তি?

চন্দ্রকীর্ত্তি। (বিহ্বলের মতো কাশীশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।)

মধুচ্ছন্দা। (মনে হতে লাগল তার দেহ থেকে জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে—)

কাশীশ্বর। আমি জানতাম—আমি জানতাম মহাপ্রভুর পদধূলি বিফল হবেনা—হ'তে পারে না।

চন্দ্রকীর্ত্তি। (মধুচ্ছন্দার দিকে চোখ পড়্‌তেই থমকে দাঁড়ালেন।) না! না! (মধুচ্ছন্দাকে আবার বুকে টেনে নিয়ে কাশীশ্বরকে স্পষ্ট ব'লে দিলেন—) এই আমার বধূ। এই বধূ নিয়ে যদি আমার রাজ্যাভিষেক হয়—আমি রাজা। আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন আমরা দুজনেই যাচ্ছি। নতুবা রাজপ্রাসাদ আমার গৃহ নয়। আপনি যেতে পারেন!

তৃতীয় দৃশ্য

মধুচ্ছন্দার পূর্ব্বোক্ত নৃত্যশালা—মধুচ্ছন্দা ও চন্দ্রকীর্ত্তি।

মধুচ্ছন্দা। এ আমি কখনও ভাব্‌তে পারিনি।

চন্দ্রকীর্ত্তি। কি?

মধুচ্ছন্দা। যে, আমার জন্যে তুমি রাজ্য ছাড়্‌বে—সিংহাসন ছাড়্‌বে!

চন্দ্রকীর্ত্তি। ছাড়্‌তে তো আমি চাইনি। ওরা আমায় ছাড়াচ্ছে।

মধুচ্ছন্দা। ওরা ছাড়াচ্ছে! না,—যাতে না ছাড়ো—তার জন্যে সাধ্য-সাধনা কর্‌ছে?

চন্দ্রকীর্ত্তি। রাজ্য দিতে চাইছে—কিন্তু, একটা রাণী দেবেনা—

মধুচ্ছন্দা। দেবেনা! সে[illegible] নারকেল নিয়ে ত্রিপুর রাজদূত ক'দিন থে[illegible] আছে।

চন্দ্রকীর্ত্তি। কিন্তু, এসে[illegible]ছে—নারকেল আমি চাইনা। চাই হীরের গাছের মোতির ফল—সে যে কি, [illegible]খতো আর কেউ জান্‌তোনা—

মধুচ্ছন্দা। (মৃদু হেসে) কিন্তু, সে তোমায় কে দিচ্ছে?

চন্দ্রকীর্ত্তি। যে দিচ্ছে, তার আবার কোনও দূত নেই। তাই আমাকেই যেতে হচ্ছে—

মধুচ্ছন্দা। যাচ্ছ নাকি ?

চন্দ্রকীর্ত্তি। হ্যাঁ—

মধুচ্ছন্দা। কোথায় ?

মহারাজের কাছে নিজে গিয়ে ব'লে আসছি—

মধুচ্ছন্দা কি বল্‌বে ?

রাজ্য দিচ্ছেন দিন্—সেই রাজত্ব করবার শক্তিটুকুও দিন্।

মধুচ্ছন্দা। শক্তি ?

চন্দ্রকীর্ত্তি। শক্তি! সুখ-দুঃখ—ঝড়্-ঝাপ্‌টা হাসিমুখে সইবার শক্তি! প্রেম—রাজনটীর নয়—

মধুচ্ছন্দা চম্‌কে উঠ্‌লো।

প্রিয়ার—পত্নীর—তো[illegible]

মধুচ্ছন্দা। তুমি বল্‌বে—কিন্তু তার[illegible]।

চন্দ্রকীর্ত্তি। [illegible]। শুন্‌লে সঙ্গে সঙ্গে শুন্[illegible] আমরা চলে যাচ্ছি! [illegible]ুমি আর আমি—

মধুচ্ছন্দা। [illegible]াথায় ?

চন্দ্রকীর্ত্তি। [illegible]জানা একটা দেশে—

মধুচ্ছন্দা। চীনে ?

চন্দ্রকীর্ত্তি। (হেসে) না, না,—চীনে নয়—আমরা তাকে বল্‌বো "স্বর্গ !"

চন্দ্রকীর্ত্তি চলে গেলেন।

মধুচ্ছন্দা। প্রিয়া ! প্রিয়া ! প্রিয়া !

প্রিয়া প্রসাধন দ্রব্য নিয়ে ছুটে এলো।

মধুচ্ছন্দা। চীনে নয়—স্বর্গে, আমরা যাচ্ছি—যাবি ?

প্রিয়া। হঠাৎ ?

গান

মধুচ্ছন্দা। আজি রজনী আমি কি সুখে পোহাইনু

হেরিনু প্রিয়া মুখচন্দ,

জীবন যৌবন সফল হোল সখি

দশ[illegible] হেরি চিরানন্দ।

আজি [illegible] গেহ বলি মানমু

[illegible] মম দেহ হ'ল দেহ [illegible]

আজি বিধি মোরে অনুকূল হোল [illegible]

টুটিল সকল সন্দেহ ॥

গানের সময় প্রিয়া মধুচ্ছন্দাকে সাজাচ্ছিল।

প্রিয়া। তোমার সন্দেহ ত টুটলো। কিন্তু আমার সন্দেহ দিন দিন বাড়ছে।

মধুচ্ছন্দা। (দুষ্টু হাসি হেসে) আচংকা? তা আচংকা তো আর রিয়ার দিকে ফিরেও চায়না—তবে তোর সন্দেহটা কোথায়?

প্রিয়া। সে তুমি বুঝ্‌বেনা।

মধুচ্ছন্দা। আমি বুঝ্‌বোনা?

প্রিয়া। ভারি তো বুঝেছ! রিয়ার পানে ফিরে তাকায়না ব'লেই তো সন্দেহ!

মধুচ্ছন্দা। তা বটে!

প্রিয়া। বরং মহাকালকে বুঝি—ওর সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি!

নেপথ্যে আচংকার গলা শোনা গেল।

আচংকা। (নেপথ্যে) দেবি!

মধুচ্ছন্দা। কে?

প্রিয়া। আর হবে—সেই চ

মধুচ্ছন্দা। হেসে) আচংকা?

প্রিয়া। ওর নাম আমি মুখে নেবনা—ওর মুখদর্শন করবোনা।

মধুচ্ছন্দা। দুষ্টু হাসি হেসে) অত্যন্ত সন্দেহের কথা।

আচংফা। (নেপথ্যে) দেবি!

মধুচ্ছন্দা। (প্রিয়াকে) ওঁকে আস্‌তে বল্‌—

প্রিয়া। তা বল্‌ছি, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—নাম নেবনা—মুখ দেখ্‌বোনা!

প্রিয়া আচংফাকে আন্‌তে গেল।

প্রিয়া। [আচংফার উদ্দেশ্যে] আসুন!

প্রিয়া চোখ বুঁজে একধারে দাঁড়িয়ে রইল—
আচংফা ভেতরে এল।

আচংফা। এই যে প্রিয়া সুপ্রভাত! একি, চোখ বুঁজে যে?

প্রিয়া। দুর্জ্জনকে আমি দর্শন করিনা। যান, দেবী ওখানে—

আচংফা। বুঝ্‌লাম! কিন্তু প্রিয়া, তোমার অভিধানে ক্ষমা ব'লে কি কোনও [illegible] নেই? চীনের [illegible] অভিধানটাই ক্ষমা।

প্রিয়া। (কোনও কথা না ব'লে এক হাতে চোখ [illegible]কে, অন্য হাতে মধুচ্ছন্দাকে দেখিয়ে দিয়ে) যান্‌

আচংফা। (ত্বরিতপদে মধুচ্ছন্দার কাছে গিয়ে) [illegible]বী, প্রিয়া আমায় দয়া কর্‌লেনা, প্রিয়াও আমায় ক্ষমা

কর্‌লেনা, ভারতে আর আমার স্থান হ'লনা। যাচ্ছি চ'লে অজানা এক দেশে—

মধুচ্ছন্দা। চীনে ?

আচংকা। জানেন দেখ্‌ছি, কি করে জান্‌লেন ?

মধুচ্ছন্দা। ও আমরা বুঝ্‌তে পারি। আমরাও আজ যাচ্ছি—

আচংকা। নিশ্চয়ই অজানা এক দেশে ?

মধুচ্ছন্দা। জানেন দেখ্‌ছি, কি ক'রে জান্‌লেন ?

আচংকা। ও আমরা বুঝ্‌তে পারি। শুধু বুঝতে পার্‌লামনা, নারী অন্ধ হয় কেন ? রাগে না অনুরাগে ?

মধুচ্ছন্দা। গবেষণা করুন্—আমি বরং সেই অজানা দেশে যাত্রার আয়োজন দেখ্‌ছি।

অভ্যন্তরে চলে গেল।

আচংকা। প্রিয়া

প্রিয়া নিরুত্তর।

আচংকা। [illegible]তোমার দেওয়া ফুল [illegible] প্রিয়াকে দিয়েছিলাম, শুধু [illegible] কথাই প্রকাশ [illegible] "হে প্রিয়া, তোমাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে নয়, আমি প্রিয়াকে বাক্‌দান করলাম।" চীনে দেখে এলাম সেখানে এই প্রথা।

প্রিয়া নিরুত্তর।

আচংফা। তথাপি নীরব! তথাপি অন্ধ!...বিশ্বাস না হয়, তোমাকে আমি গোপনে চীনে নিয়ে যাচ্ছি! হায়! হায়! তাও না!

সম্মুখে রিয়া—এই ভান করে

এ কি! রিয়া!—তুমি! চুপি চুপি ডাক্‌ছো কেন? —যাচ্ছি।

প্রিয়া খপ্‌ ক'রে আচংফার হাত ধ'রে ফেল্‌লো—আচংফা হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। অন্তরাল থেকে মধুচ্ছন্দা এদের খেলা দেখ্‌ছিলেন—তিনি হেসে উঠ্‌লেন।

প্রিয়া। (আচংফাকে) কোথায় রিয়া?

আচংফা। কোথায় কে জানে। হয়তো, কামস্‌কাটকায়! কিন্তু কে দে[illegible] এসো—প্রিয়া [illegible] পাণিগ্রহণ করেছে।

মধুচ্ছন্দা। (বেরিয়ে [illegible]) আমি দেখেছি!

মহাকাল এসে দাঁড়াল।

মহাকাল। আমিও আড়াল থেকে দেখ্‌লাম!

আর একদিক থেকে রিয়ার প্রবেশ।

রিয়া। আমিও—!

মহাকাল। (রিয়াকে) এই যে রিয়া! তোমার জ্বর হ'য়েছে বলেছিলে, সেরে গেছে? হাতটা এগিয়ে দাও এখন দেখ্‌ছি!

মহাকাল গিয়ে রিয়ার হাত ধর্‌ল।

মধুচ্ছন্দা 'উলু' দিতে লাগ্‌ল—সহচরীরা ছুটে এল 'উলু' দিয়ে।

মধুচ্ছন্দা। রাসপূর্ণিমা এবার সার্থক—একই দিনে, একই গৃহে—দুই দুইটি পাণিগ্রহণ—

আচংফা। বলুন—তিন তিনটি।

মহাকাল। মণিপুরের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তচমকপ্রদ ঘটনা—

মধুচ্ছন্দা। উৎ[illegible]! উৎসব! আজ আমাদের সত্যিকার [illegible]ৎসব!

উৎস[illegible]তেই দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। দেবি!

মধুচ্ছন্দা[illegible] যুবরাজ এসেছেন?

দ্বারী। [illegible]না। এসেছেন প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী!

মধুচ্ছন্দা। (বিস্মিত হ'য়ে) প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী! এখানে?

দ্বারী। দ্বারে।

মধুচ্ছন্দা। আসুন্—

দ্বারী চ'লে গেল। মধুচ্ছন্দার ইঙ্গিতে আর সবাই অভ্যন্তরে চ'লে গেল। কাশীশ্বর এলেন।

দুইজনে দুইজনের দিকে চেয়ে রইলেন।

কাশীশ্বর। তোমাকে দেখ্‌লে আমার মমতা হয় কেন, জানিনে! অথচ তুমি—

মধুচ্ছন্দা। হ্যাঁ, আপনি তো জানেন—।

কাশীশ্বর। তোমাকে আমি কয়েকটা কথা বল্‌তে এসেছি—

মধুচ্ছন্দা। বোধ হয় দাঁড়িয়েই বল্‌বেন—

কাশীশ্বর। না, না,—আমি বস্‌ছি—

বেদীর ওপর কুশাসন পেতে বস্‌লেন।

(মধুচ্ছন্দাকে) বোসো!

মধুচ্ছন্দা সোপানপ্রান্তে বস্‌লো।

কাশীশ্বর। তুমি আশ্চর্য্য! যখন তুমি কীর্ত্তন করো, [illegible]নে হয়, এ রাজ্যে তুমি নেই। তাই প্রথম য[illegible] জান্‌লুম

তুমি নটী, বুকে আমার বজ্রাঘাত হ'ল। স্বয়ং মহাপ্রভুর পদধূলি ছিল আমার হাতে—তথাপি মনে হ'তে লাগ্‌লো—আমি অশুচি!

মধুচ্ছন্দা। তবে বোধ হয় সে পদধূলি মহাপ্রভুর নয়!

কাশীশ্বর। মহাপ্রভুর পদধূলি নয়?

মধুচ্ছন্দা। তা যদি হ'ত—তবে আমি পেতাম। কত পাপী—কত তাপী—কত পতিত—কত চণ্ডাল—মহাপ্রভুর পদধূলিতে উদ্ধার হ'য়েছে—হয়তো আমি তাদের চাইতেও অধম। কিন্তু তবে কি মহাপ্রভুর দয়া তাঁদের চেয়েও আমারি বেশী আবশ্যক ছিল না প্রভু!

কাশীশ্বর চ'লে যাচ্ছিলেন।

মধুচ্ছন্দা। মানুষ দেবতাকে এড়িয়ে চলে দেখেছি—কিন্তু, দেবতা ম[illegible]ষকে এড়িয়ে চলেন এই প্রথম দেখ্‌লাম।

কাশীশ্বর। রা[illegible], সত্যই কি মহাপ্রভুর পদধূলি তুমি চাও?

মধুচ্ছন্দা। [illegible]ষ্ণব হ'য়ে আপনি আমাকে প্রশ্ন কর্‌ছেন, মহাপ্রভুর পদধূলি চাও! কে না চায় শুনি?

কাশীশ্বর। চায় সবাই, কিন্তু পায় কি সবাই? তুমি হয়তো [illegible]—কিন্তু, পাওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে কিনা, না দেখে—

আর দেখে আবশ্যক নেই—যাঁর পদধূলি তিনি হাসবেন।

কাশীশ্বর। হাস্‌বেন ?

মধুচ্ছন্দা। হ্যাঁ, অযোগ্যতাই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা। জগাই মাধাই তাঁকে কলসীর কাণা মার্‌লে, তবু তারা প্রেম পেল। কিন্তু, তিনি মহাপ্রভু আর আপনি—যাক্, এ কথা—আপনি আমাকে কি বল্‌তে এসেছিলেন,—বলেন নি—

কাশীশ্বর। হ্যাঁ, আর বল্‌বো কিনা আমি ভাব্‌ছি—

মধুচ্ছন্দা। কিন্তু, আপনি এসেছিলেন তাতেই তা বলা হ'য়েছে। তা'র উত্তরে আমার যা বল্‌বার আছে, শুন্‌বেন ?

কাশীশ্বর। কি ?

মধুচ্ছন্দা। যুবরাজ যখন আমায় ত্যাগ কর্‌তে [illegible] ছুতেই স্বীকৃত হ'ন্ নি, আপনার কথাতেই কি আ[illegible] ত্যাগ কর্‌তে পারি ? না, আপনি প্রভুপা[illegible] যদি স্বয়ং মহাপ্রভুও হ'তেন, তবুও না—

কাশীশ্বর। এই উত্তরই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। [illegible] স্তম্ভিত হ'লাম—তুমি কি ক'রে জান্‌লে, [illegible] জন্যেই এসেছিলাম ?

মধুচ্ছন্দা। নতুবা, আপনি—আপনি কি আমাকে মহাপ্রভুর পদধূলি দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছিলেন? অবশ্য আজ যদি স্বয়ং মহাপ্রভু মণিপুরে শুভ-পদার্পণ কর্‌তেন—সে স্বপ্ন যে আমি না দেখ্‌তাম, তা নয়!

কাশীশ্বর। তোমার শাসনে বিষ আছে—কিন্তু তার চেয়ে বেশী রয়েছে মধু। তাপের চেয়ে পরিতাপ রয়েছে বেশী। আমি অধম এ কথা তোমার মুখে বহুবার শুনেছি—কিন্তু তা মধুবৎ বোধ হচ্ছে যখনি সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরিতাপ শুন্‌ছি আজ যদি মহাপ্রভু থাকতেন! আজ যদি মহাপ্রভু আসতেন!

মধুচ্ছন্দা। আপনি হয় তো ভুল কর্‌ছেন!

কাশীশ্বর। না—না—ভুল একবারই করেছি। বার বার ভুল [illegible]তে তুমি দিচ্ছ কই! আজ যদি মহাপ্রভু মণি-[illegible] শুভপদার্পণ করতেন তিনি তাঁর পদধূলি দিয়ে তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌তেন—এ স্বপ্ন তো আমি দেখি না!

মধুচ্ছন্দা। আমি দেখি। মনে হয় যেন প্রত্যক্ষ দেখি। আমি [illegible]ন গাইছি, তিনি আমার আঙ্গিনায় এলেন—! কোথায় আসন? কোথায় আসন? একটা কুশাসনও

নেই। রাজনটী আমি—কত সম্পদ—অথচ—না, না, এসব আমি কি বল্‌ছি!

কাশীশ্বর। তুমি মিথ্যা বলনি। তোমার কাছে মহাপ্রভুর আসন নেই। তোমার সব আছে, নেই শুধু তাঁকে অভ্যর্থনার আসন।

মধুচ্ছন্দা। এ তুমি কি বল্‌ছো! না, না—এসব কথা যাক্—তুমি এখান থেকে চ'লে যাও—আমার যা বল্‌বার ছিল—আমি বলেছি। সে আমায় যে সম্মান দিয়েছে, সে সম্মান স্বপ্নাতীত! আমি তা'র প্রিয়া—আমি তা'র বধূ—আমি তা'র ছায়া!

কাশীশ্বর। হ্যাঁ, কিন্তু—

মধুচ্ছন্দা। বৃথা চেষ্টা—জীবনে যা কথনো পাইনি—কথনো পেতাম না—সে দিয়েছে আমায় প্রেম! প্রেমের সেই শ্রদ্ধা। তাকে ত্যাগ কর্‌বো [illegible]?

কাশীশ্বর। তুমি তাকে কথনো ত্যাগ করবে [illegible] পারো না। আমি জানি। কিন্তু, তুমিই [illegible] ত্যাগ কর্‌বে যথন বুঝবে যে সে ত্যাগেই তা'র তার মঙ্গল। ত্যাগ কর্‌বে তুমিই তাকে প্রথ[illegible]

মধুচ্ছন্দা। আমি?

হ্যাঁ তুমি! এ অঞ্চলে একমাত্র এই মণি

মহাপ্রভুর ধর্ম্মগ্রহণ ক'রে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার ক'রে মহাপ্রভুর আহ্বান করছিল। এই বৈষ্ণব সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী চন্দ্রকীর্ত্তি—বৈষ্ণবের আশা —বৈষ্ণবের ভরসা—মহাপ্রভুর অগ্রদূত—অথচ তাঁকেই কিনা তুমি—

মধুচ্ছন্দা। আপনি থামুন্—আপনি জানেন না—আমি তাঁকে কথনও বলিনি, তাঁর সিংহাসনে আমি আসন চাই। এ দাবী আমার নয়—

কাশীশ্বর। না—এ দাবী তা'র। সে তোমার মোহে মুগ্ধ—অন্ধ —সে তোমাকে বিবাহ করতে চায়!

মধুচ্ছন্দা। বিবাহ আশা করি ব্যভিচার নয়?

কাশীশ্বর। কিন্তু তোমার সঙ্গে বিবাহ সদাচার নয়। তুমি কোনও দরিদ্র কৃষক-কন্যা হ'লেও এ বিবাহে আমার [illegible]াপত্তি ছিল না। কিন্তু, একটিবার ভেবে দেখ [illegible]ার অতীত—তুমি কে!

মধুচ্ছ[illegible] [illegible]পনি থামুন্—সিংহাসন আমরা চাই না—সিংহাসন আমরা চাই না!

কাশীশ্ব[illegible] কিন্তু সিংহাসন তাকে চায়। সে যদি তোমার জন্যে [illegible]নী ত্যাগ ক'রে—ত্রিপুর রাজদূতকে ফিরিয়ে দেয়—অপমানিত ত্রিপুররাজ এখুনি মণিপুর আক্রমণ

কর্‌বে—ওদিকে ম্লেচ্ছ নাগারা মণিপুর অধিকারের জন্যে সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজ্‌ছে। মণিপুরের স্বাধীনতা —মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচার, সব কিছু—সব কিছু নির্ভর কর্‌ছে—ঐ এক চন্দ্রকীর্ত্তির ওপর।···সে যদি সিংহাসন ত্যাগ করে, সব গেল !

মধুচ্ছন্দা। এসব কথা কি আপনি তাঁকে বলেন নি ?

কাশীশ্বর। বলেছি। আজ তোমরা দু'জনেই মোহান্ধ ! যেদিন তোমাদের মোহ ভাঙ্গবে, সেদিন দেখ্‌বে ঐ চন্দ্রকীর্ত্তি যে বৈষ্ণবের রাজচক্রবর্ত্তী হ'য়ে প্রচার কর্‌তো মহাপ্রভুর মহাধর্ম্ম—ধর্ম্মজগতে আর তার স্থান নেই। চারিদিকে বৈষ্ণবের দীর্ঘশ্বাস—জাতির অভিশাপ—সেদিন চন্দ্রকীর্ত্তি তোমার পানে চাইবে কি দৃষ্টিতে—তুমি অনুভব কর্‌তে পার্‌ছো মধুচ্ছন্দা ?

মধুচ্ছন্দা। প্রভু ! প্রভু !

কাশীশ্বর। তুমি যা স্বপ্ন দেখো—আজ আর তা[illegible]—মহাপ্রভু তোমার দুয়ারে, তাঁকে আসন দাও, তাঁকে [illegible] দাও !

মধুচ্ছন্দা। মহাপ্রভু ! মহাপ্রভু !

কাশীশ্বর। মহাপ্রভুর হাতে ভিক্ষাপাত্র। তাঁকে ভিক্ষা দাও —তাঁকে ভিক্ষা দাও।

মধুচ্ছন্দা। আমি ! আমি !

কাশীশ্বর। হ্যাঁ তুমি! আজ তোমার পরম দিন। এই পরম দিনে তোমার যা পরম সম্পদ—পরম প্রেম—তা তোমারি প্রিয়তমের কল্যাণে—মহাপ্রভুকে তুমি ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও!

মধুচ্ছন্দা কাঁপ্‌ছিল হঠাৎ যেন দৃঢ়তা এল তার মধ্যে।

মধুচ্ছন্দা। আপনি চ'লে যান্—চ'লে যান্—

কাশীশ্বর। তুমি প্রস্তুত?

মধুচ্ছন্দা। প্রস্তুত।

কাশীশ্বর। যে আঘাত, যে বেদনা আজ তোমাকে আমি দিলাম—সন্ন্যাসী ব'লেই দিতে বাধ্য হ'লাম। আজ যদি আমি সন্ন্যাসী না হ'তাম—(বিচলিত হ'য়ে)—না—না—আমি সন্ন্যাসী—আমি সন্ন্যাসী—

প্রস্থান।

নেপথ্যে রাজপুরীর আনন্দধ্বনি শোনা গেল—বিবাহোৎসবমত্ত নরনারী, আচংকা মহাকাল প্রিয়া ও রিয়াকে বরবধূ বেশে সাজিয়ে নিয়ে এল।

আচংকা। উৎসব! উৎসব! আজ চরম উৎসব! [illegible]পুরের ইতিহাসে আজকের এ উৎসব স্বর্ণাক্ষরে লিখতে হবে!

আচংকা। চীনে লেখে রক্তাক্ষরে।

মহাকাল। যুবরাজ এখনও আসেননি দেখ্‌ছি—

মধুচ্ছন্দা। আস্‌বেন, তিনি আসবেন—কিন্তু, উৎসব কই, উৎসব!

উৎসবমত্ত নরনারীর নৃত্যোৎসব। মধুচ্ছন্দাও তাতে কর্ত্তব্যের অনুরোধে যোগ দিলেন। কিন্তু অন্তরের বেদনা তার বাহিরের আনন্দকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে লাগল। চন্দ্রকীর্ত্তি চুপি চুপি এসে পেছনে দাঁড়ালেন। তা দেখে আর সবাই দুষ্টু হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল।

চন্দ্রকীর্ত্তি। মধুচ্ছন্দা!

মধুচ্ছন্দা থাম্‌ল।

চন্দ্রকীর্ত্তি। (মধুচ্ছন্দার কাছে এসে) স্পষ্ট ব'লে এলাম—এখন ধৃষ্টকেতুর অনুসন্ধান হচ্ছে। আজই [illegible]তার অভিষেক হবে। তা'র পূর্ব্বেই এ রাজ্য [illegible] ত্যাগ কর্‌তে হবে। চল আমরা এখুনি যাত্রা[illegible]

মধুচ্ছন্দা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

চন্দ্রকীর্ত্তি। একি! তুমি কথা কইছোনা।

মধুচ্ছন্দা। আমি যাবোনা।

চন্দ্রকীর্ত্তি। যাবেনা! সেকি? সেকি মধুচ্ছন্দা?

মধুচ্ছন্দা। আমি ভেবে দেখ্‌লাম—না, এতো আমি চাইনি। আমি প্রেম চেয়েছিলাম—কিন্তু, সে চেয়েছিলাম রাজার প্রেম!

চন্দ্রকীর্ত্তি। মধুচ্ছন্দা! মধুচ্ছন্দা!

মধুচ্ছন্দা। (নেপথ্যাভিমুখে অগ্রসর হ'য়ে) হ্যাঁ, রাজার প্রেম! রাজার প্রেম! আমি নটী, ওর চেয়ে বড় কামনা আমার কি থাকতে পারে।

চন্দ্রকীর্ত্তি। রাজার প্রেম তুমি পেতে কিন্তু রাজার পত্নী তুমি হ'তেনা। আমি তোমাকে সেই গৌরব দিতেই—

মধুচ্ছন্দা। নটী প্রিয়া হতে চায়—জায়া হ'তে চায়না!

না, না,—তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে রহস্য কর্‌ছ—মধুচ্ছ[illegible]! মধুচ্ছন্দা!

মধুচ্ছন্দা [illegible] এ আমার জীবন মরণের কথা—আমার [illegible] কথা! রাজনটীর প্রেম রাজার—

চন্দ্রকীর্ত্তি। এরই জন্যে আমি সিংহাসন ছাড়্‌ছি—দেশ ছাড়্‌ছি।

মধুচ্ছন্দা। কে[illegible]রাজনটীর প্রেম রাজার!

[illegible] [illegible]! বেশ, রাজাই আমি হব—রাজা হ'য়েই

রাজনটী।

আমার প্রথম আদেশ হবে তোমার সম্বন্ধে—! কিন্তু সে আদেশ—তুমি কল্পনাও কর্‌তে পার্‌ছোনা—তুমি প্রস্তুত থেকো!

প্রস্থান।

মধুচ্ছন্দা। প্রভু! মহাপ্রভু!

লুটিয়ে পড়ল।

চতুর্থ দৃশ্য

মধুচ্ছন্দার নৃত্যশালা

মধুচ্ছন্দা একে একে তার অলঙ্কার খুলে ফেল্‌ছে! বহিঃপ্রাঙ্গণে সদলবলে শ্রীকণ্ঠ গাইছে।

গান

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবো॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥

[illegible] গাইতে সদলবলে শ্রীকণ্ঠ ভিতরে এল।

শ্রীকণ্ঠ। [illegible]গর কীর্তনে বেরিয়েছি মা। একবার তোমায় দেখে গেলাম। একি! অলঙ্কার খুলে ফেল্‌ছো মা!

মধুচ্ছন্দা। এর বোঝা [illegible] আর বইতে পারছিনা।

শ্রী[illegible]। [illegible] রাখলেই কি বোঝা যাবে মা?

[illegible]ছন্দা। [illegible]মিয়ে রাখ্‌তেও ত পারছিনা।

রাজনটী

অলঙ্কার বুকে ধরল।

তবে কি নিয়ে আমি থাক্‌বো! কি নিয়ে আমি বাঁচ্‌বো?

গান

শ্রীকণ্ঠ ও কীর্ত্তনীয়া

না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইয়ো জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে ॥
সেইতো তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাঁহে জনু রয় ॥

গাইতে গাইতে চলে গেল।

দ্বারীর প্রবেশ।

মধুচ্ছন্দা। দ্বারী! ওরা ফিরেছে? প্রিয়া! প্রিয়া!
। না দেবি!
মধুচ্ছন্দা। আচংকা—মহাকাল?
দ্বারী। না দেবি!
মধুচ্ছন্দা। এখনও ফির্‌লনা?

সেনানায়ক টায়ার প্রবেশ।

মধুচ্ছন্দা। রাজাদেশ!

টায়া। রাজাদেশ!

মধুচ্ছন্দা। ঘোষণা করুন্।

টায়া। এ গৃহ ব্যভিচারের গৃহ—রাজাদেশ আজ থেকে এ গৃহে গৃহীর প্রবেশ নিষেধ। (নিস্তব্ধতা) এ গৃহে কে আছে?

মধুচ্ছন্দা। কেউ নেই!

টায়া। বেশ! আর কেউ আসবেওনা।

কাশীশ্বরের প্রবেশ।

টায়া। কে?—একি প্রভুপাদ!

কাশীশ্বর। আমি সন্ন্যাসী!

টায়া। আপনি এখানে! তবে এ তো দেখ্‌ছি এ মহাতীর্থ! রাজাকে আমি গিয়ে বরং ব'লে আসি, যেখানে স্বয়ং প্রভুপাদ—

কাশীশ্বর। হ্যাঁ আমি! রাজার এই আদেশ—নিতান্ত অন্যায় আদেশ হয়েছে। এ কথা আমি একবার বলিনি,—[illegible]ছি—ব'লে শেষে ধিক্কৃত হ'য়েছি! এই অন্যায় আদেশ তথাপি তিনি প্রত্যাহার না করায়,

অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ আমি স্বয়ং চলে এলাম এখানে—

টায়া। নবদ্বীপে না গিয়ে—এখানে এসেছেন,—উপযুক্ত প্রতিবাদ হয়েছে! কিন্তু,—আজ যে আপনি মহাপ্রভুর পদধূলি বিতরণ কর্‌বেন কথা ছিল,—সেও কি এখানে বিতরণ কর্‌বেন?

কাশীশ্বর। যদি করি তাতেও কোনও অন্যায় হবে না।

টায়া। বেশ, বেশ—মণিপুরে এমন একটি গুপ্ত-বৃন্দাবন ছিল—এতো জানতাম না। আমি রাজাকে ব'লে আস্‌ছি!

প্রস্থান।

মধুচ্ছন্দা। প্রভু! প্রভু! এ তুমি কি কর্‌লে?

কাশীশ্বর। তোমার মহত্ব, তোমার আত্মোৎসর্গ, আর কেউ না জানুক—আমি জানি। অথচ, তোমারি বিরুদ্ধে এই আদেশ! ওরা তোমায় পরিত্যাগ কর্‌লেও—আমি তোমায় পরিত্যাগ কর্‌বো না।

মধুচ্ছন্দা। (শিউরে উঠে) এ কথা আপনি বল্‌বেন না। আপনি শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রাতঃস্মরণীয় গোস্বামী—আর আমি সামান্য নটী!

কাশীশ্বর। নটী! আজ আমার চোখে তুমি দেবী! আজ

সারাটি দিন—আমি শুধু তোমারি কথা ভেবেছি! মহাপ্রভুকে কি মহাভিক্ষা তুমি দিয়েছো! তুমি আমায় অভিভূত করেছো! আজ আমার কেবলি মনে হচ্ছে—সংসারের পঙ্ক থেকে ঊর্দ্ধে উঠেছ, তুমি একটি বিকশিত পদ্ম!

মধুচ্ছন্দা। (শিউরে উঠে) এসব কথা আপনি আমায় বল্‌বেন না। সেও আমায় এই কথাই বল্‌তো। আমি তা ভুল্‌তে চাই। আমি তাকে ভুল্‌তে চাই!

কাশীশ্বর। (পরম বেদনায়) সে মিথ্যা বলেনি—আজ বুঝেছি, সে মিথ্যা বলেনি! আজ বুঝেছি সংসারের মরুভূমিতে কত আরাধনায় সে পদ্মটি ফুটেছিল,—আমি তাকে অকালে দগ্ধ করেছি!

মধুচ্ছন্দা। এ আপনি কি বল্‌ছেন! আপনি সন্ন্যাসী! আপনি সন্ন্যাসী!

কাশীশ্বর। হ্যাঁ, সন্ন্যাসী। তাই তোমার ওপর আমি এই অন্যায় কর্‌তে পেরেছি—সবার ওপরে যে মানুষ সত্য, একথা ভুলে গিয়ে ধর্ম্মের যূপকাষ্ঠে আমি তোমায় বলি দিয়েছি!

দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। [illegible]জ জয়াসংহ!

দ্বারীর প্রস্থান।

সন্ন্যাসীর বেশে জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। এই যে প্রভুপাদ! সকলে পদধূলির জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে, আর আপনি এখানে! দয়া ক'রে আপনি আসুন!

কাশীশ্বর। যিনি পদধূলির আশা করেন—তিনি এখানে আসুন।

মধুচ্ছন্দা। প্রভু!

জয়সিংহ। এখানে! রাজাদেশ অমান্য ক'রে, এই নটীর গৃহে।

মধুচ্ছন্দা। প্রভু! প্রভু!

জয়সিংহ। আমি জান্‌তে চাই, কে আপনি? নবদ্বীপের প্রাতঃস্মরণীয় গোস্বামী?—না, কোনও ভণ্ড তপস্বী? এরই কাছে, আমি সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়েছি!

প্রস্থান।

মধুচ্ছন্দা। আপনি যান্—আপনি যান্—আপনার পায়ে পড়্‌ছি—আপনি যান্!

সেনানায়ক টায়ার প্রবেশ।

টায়া। প্রভুপাদ, রাজাদেশে আমি আপনাকে এই শেষ বার জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি, আ[illegible]টীর গৃহ ত্যাগ কর্‌বেন কি না?

কাশীশ্বর। না।

টায়া। রাজা এবং প্রজাবৃন্দ মহাপ্রভুর পদধূলি চান, আপনি দেবেন না?

কাশীশ্বর। না।

মধুচ্ছন্দা। না?—আপনি দেবেন না?

কাশীশ্বর। দেবো—তোমায়!

টায়া। সাবধান প্রভুপাদ!

ক্ষিপ্রগতিতে একটি গবাক্ষদ্বার উন্মোচন ক'রে

সমবেত জনতা আজ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে। আমি আপনাকে বধ না করলেও ওরা আপনাকে হত্যা কর্ত্ত,—শুধু রাজাদেশে এখানে গৃহীর প্রবেশ নিষেধ! তাই আপনি এখনও—এখনও অক্ষত দেহ!

মধুচ্ছন্দা। প্রভু সামান্য এক নারীর জন্যে তোমার মান, সম্মান, জীবন—

কাশীশ্বর। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত! এ আমার প্রায়শ্চিত্ত! নটি! মহাপ্রভুর পদধূলি আমি তোমায় দান করছি —গ্র[illegible]বে না তুমি? গ্রহণ করবে না তুমি?

মধুচ্ছন্দা নতজানু হয়ে কম্পিত করে পদধূলি গ্রহণ করল।

টায়া। রাজা, রাজা।

কাশীশ্বর। হ্যাঁ, রাজাকে গিয়ে বল—আমি কাশীশ্বর গোস্বামী—অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা কর্‌ছি—রাজনটী মধুচ্ছন্দাকে আমি মহাপ্রভুর পদধূলি দান করেছি! এই পদধূলি যদি আর কেউ চায়,—তাকে আস্‌তে হবে—এই নটীর গৃহে,—রাজাদেশ অমান্য ক'রে, অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে,—পদধূলি নিতে হবে এই নটীর হাতে! আমি দেখ্‌তে চাই, এই মণিপুরে—প্রকৃত বৈষ্ণব কে!

টায়ার প্রস্থান।

দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। শ্রীমন্মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি—

দ্বারী সরে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসীর বেশে চন্দ্রকীর্ত্তির প্রবেশ।

চন্দ্রকীর্ত্তি। (ধীরে ধীরে মধুচ্ছন্দার কাছে গিয়ে) তখনি আমার মনে হয়েছিল, আমার [illegible] চেয়ে বড়ো তুমি কিছু পেয়েছো। তাই তুমি আ[illegible] সরিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিলে! কিন্তু পার্‌লে কই। শ্রীগৌরাঙ্গে[illegible]

ইচ্ছে নয়। তাই তো তোমার হাতে আজ তাঁর পদধূলি, দাও—

মতজানু হয়ে বসল—মধুচ্ছন্দা পদধূলি দিল।

কাশীশ্বর। সমগ্র মণিপুরে ছুটি মাত্র প্রকৃত বৈষ্ণব। সিংহাসন আজ রাজা হারাল—কিন্তু রাজার চেয়েও বৃহত্তর শক্তি—প্রকৃত বৈষ্ণব! সিংহাসনে যে শক্তি আমি বেঁধে রাখ্‌তে চেয়েছিলাম, সেই শক্তির এই মুক্তধারায় দেশে দেশে প্রচারিত হোক্—"ধর্ম্মের বাণী"—"ত্যাগের বাণী"! আমি তোমাদের এই মহামিলনকে আশীর্ব্বাদ করছি—। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"।

যবনিকা

ফার্স্ট এম্পায়ারে

মন্মথ রায়ের

রাজনটী

[আনন্দবাজার পত্রিকা ৫।১।৩৮]

"শ্রীযুত মন্মথ রায় যশস্বী নাট্যকার। বিদ্যুৎপর্ণা নাটকের রচনা বিন্যাসে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন 'রাজনটী' নাটকের মধ্যেও তাহার অভাব নাই, এই নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনোতত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতিভার যশোগান করিতেছি।

মণিপুরের রাজনটী ও যুবরাজের প্রেমকাহিনী লইয়া নাটিকা-খানি রচিত হইয়াছে। রাজনটীর ভূমিকায় শ্রীমতী সাধনা বসু অভিনয় করিয়াছেন। নূতন রূপে, নূতন ছন্দে ও নূতন ভঙ্গিমায় তাঁহার রাজনটী রূপ আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী ছন্দোবদ্ধ ও ললিত মাধুর্যময়।

সুপ্রসিদ্ধ নট শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরী কাশীশ্বরের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন সন্ন্যাসীর মর্য্যাদা, সন্ন্যাসীর তেজস্বীতা তাহা

মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সন্ন্যাসীর দুইটি দিক—একটি তপোক্লিষ্ট কর্ত্তব্যে কঠোর এবং অপরটি শান্ত ও কোমল—অতি চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি সি এ পি সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব সম্পদ।

শ্রীমতী মঞ্জু দে প্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। সি এ পি সম্প্রদায়ে শ্রীমতী মঞ্জু নবাগতা; সাবিত্রী ও বিদ্যুৎপর্ণায় তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাগতা হইলেও প্রথম হইতে তিনি অভিনয় নৈপুণ্যে সকলের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সুষ্ঠু স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও সাবলীল গতিভঙ্গী ও অভিনয় দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি সমগ্র অভিনয়ের মধ্যেই সঞ্জীবতার সঞ্চার করিয়াছেন।

যুবরাজের ভূমিকায়—মধু বসুর গান ও অভিনয়, চীনার ভূমিকায়—প্রীতি মজুমদারের টাইপ অভিনয়, মহাকালের ভূমিকায়—বিভূতি গাঙ্গুলী, রিয়ার ভূমিকায়—শীলা দত্ত, টায়ার ভূমিকায়—কালী ঘোষ, রাজা জয়সিংহের ভূমিকায়—কল্যাণ মজুমদার এবং রক্ষীর ভূমিকায়—বোকেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। শ্রীকণ্ঠের ভূমিকায়—প্রতাপ মুখার্জ্জির গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রজবাসীর মণিপুরী নৃত্য আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। শ্রীযুত অজয় ভট্টাচার্য্যের গানগুলি সুগ্রথিত হইয়াছে।

শ্রীযুত তিমিরবরণ এবং তাঁহার সম্প্রদায় অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা করিয়াছেন। তিমিরবরণের অর্কেষ্ট্রা এই নাট্যাভিনয়কে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার প্রযোজন ও সেটিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।”

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"—পড়িতে বসিলে মনে হয়, অনন্তকালের তিমির আঁধার ভেদ করিয়া এক একটি চরিত্র যেন বিদ্যুল্লতার মত পাঠকের চোখের সামনে দাঁড়ায়।…অপূর্ব্ব সৃষ্টি।…এ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ—যেন এক একটি তারকা আপন জ্যোতিতে অমানিশায় নিজের পথ দেখিয়া লইতেছে।" —**ধূমকেতু**, ৩রা পৌষ, ১৩৩৮।

"নাট্যপ্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।—"

—**ভোটরঙ্গ**, ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৯।

"একাঙ্কিকার প্রত্যেকটি নাটিকায় অন্তরের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট।—গল্পাংশ, চরিত্র চিত্রণ, ঘটনার সমাবেশ, কথোপকথন, চরিত্রের বৈপরীত্য, Dramatic irony, concealment and surprise, এবং unity…নাটকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় গুণাবলীর সহজ স্বাভাবিক অনাবিল অনাড়ম্বর সমাবেশে একাঙ্কিকা পাঠকমাত্রের মনে, নূতন চিন্তার, নব নব কল্পনার উদ্দাম উদ্দীপনা জাগাইয়া তাহাকে বিস্মিত করিবে, আনন্দ দান করিবে।"

—**বাতায়ন**, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

এই একাঙ্ক নাটকগুলি এক একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি ; মানব মনের হর্ষের বেদনার দ্যোতনায় ঝলমল করিতেছে। কবি-নাট্যকার এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হৃদয় বৃত্তি লইয়া চিত্রের জাল বুনিয়াছেন যে পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছি, যে বস্তু হৃদয়-কন্দরে লুতাতন্তুর মত গুপ্ত হইয়া রহে তাহাকে কবি বাহিরে টানিয়া আনিয়া নাট্যাকারে

প্রস্ফুটিত করিলেন কি উপায়ে? আর এত বিস্তীর্ণ ভাবরাশি মাত্র কয়েকখানি পৃষ্ঠার মধ্যেই বা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল কি যাদু-মন্ত্রে?...নাট্যকারের সাহিত্য রচনা সার্থক হইয়াছে। তিনি বুভুক্ষু রসপিপাসু মানব মনের তৃষ্ণা মিটাইয়াছেন। সম্পাদক এই ঝকঝকে মণিগুলি এক সূত্রে গাঁথিয়া পাঠক সমাজের গোচর করিয়া প্রকৃত সাহিত্য সেবা করিয়াছেন।

—**খেয়ালী**, ১৭ই পৌষ, ১৩৩৮।

"Sj Manmatha Ray is the dramatist of the day. His dramas, whether social, mythological, or historical, are different from others of the kind, and have brought a change in the old order. Ekankika has created a new atmosphere in the circle of histrionic art as well as literary circle. Each of the playlets, though short, is complete in itself in one act, beautiful and thought-provoking.

—**Amrita Bazar Patrika,**
January 19th, 1932.

"Ekankika is a collection of eight one-act dramas. We had been eagerly looking for a compendium of the author's one-act gems, and we heartily thank the Editor Mr. Akhil Neogy. We do not know which of the eight pieces specially to recommend; each is a type of itself. The reader has to go through all of them to be convinced of the author's peculiar knack of hitting out suitable dramatic situation and of securing the maximum dramatic effect by a few strokes of the pen." ... —**Advance**, October 18th, 1932.

— নব যুগের নাট্য সাহিত্য —

মন্মথ রায় এম, এ

নাট্য গ্রন্থাবলী

কারাগার—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটারে এবং পরে নাট্য নিকেতনে অভিনীত হইয়া "জাতির মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে। 'বার্ণাড-স'র 'সেণ্টজোয়ানে'র সহিত একাসনে স্থান পাইয়াছে"—বিজলি।...পাঁচ সিকা

মুক্তির ডাক—একাঙ্ক নাটক। ষ্টার থিয়েটার। "মেটার লিঙ্কের 'মনাভনা'র সহিত তুলনা হইতে পারে"—প্রবর্ত্তক।... ছয় আনা

দেবাসুর—পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক। ষ্টার থিয়েটার। জাতির মুক্তিযজ্ঞে দধিচীর আত্মাহুতি। "ফ্লোরা এনাইন ষ্টীলের কৃতিত্বের সহিত লেখকের কৃতিত্ব একাসনে স্থান পাইয়াছে"।—ডা: নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ ডি-এল।.. এক টাকা

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও ষ্টার থিয়েটার। শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন

হয় নাই। "কি ভাষার দিক দিয়া কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা-করুণা-অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই চাঁদ সদাগর দর্শককে অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই"—
আনন্দবাজার পত্রিকা।···এক টাকা

শ্রীবৎস—পঞ্চাঙ্ক নাটক। ষ্টার থিয়েটার। "এমনি নাটকের অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক"—
'নবশক্তি'তে 'চন্দ্রশেখর'।···এক টাকা

মহুয়া—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। "ও দেশের জগৎপ্রসিদ্ধ "কারসেনে"র সহিত তুলনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হয় না"—'নবশক্তি'তে 'চন্দ্রশেখর'।···এক টাকা

সাবিত্রী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "সাবিত্রীর পুরাতন পরিচিত কাহিনীর মর্ম্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে—আধুনিককে সনাতন সত্যের অচল-প্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে"—
আনন্দবাজার পত্রিকা।···এক টাকা

অশোক—পঞ্চাঙ্ক নাটক। রঙ্‌মহল। "নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশু-শক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যে ভাবে অশোকের মগ্ন-চৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের ড্রামার বিষয়বস্তু। নাট্যকার যে ভাবে কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশ ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শক সাধারণেরও চিত্তাকর্ষক হবে"—দীপালী'তে 'চন্দ্রশেখর'।···
'An epic grandeur.' Amritabazar Patrika...

পাঁচ সিকা

খনা— পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "নাট্য-কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষতা"—আনন্দবাজার পত্রিকা।···

"বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি"—দেশ। ··
"Khana, from the pen of Manmatha Ray, is perhaps God's answer to the theatre-owners' prayer for a play that will please all classes of audiences without calling forth the best in the artists. And that is where the dramatist triumphs over the players as a whole.···An excellent example of this noted author's rare knack of turning legends of yore into engrossing plays to the liking of modern audiences...

Ray wields a powerful pen and is a past-master in giving such twists to a story that go a long way in creating dramatic situations and climaxes. In Khana both these qualities have admirably combined to effect popular entertainment with a Capital P and E.···A strong story-interest that never lets the attention of the audience flag till the very final curtain. 'Thespis in 'Depali'···

পাঁচ সিকা

সতী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্য নিকেতন। দক্ষযজ্ঞের পুরাতন কাহিনীর অভিনব অপরূপ রূপ। "হাসি এবং অশ্রু সমুজ্জ্বল"—আনন্দবাজার পত্রিকা।···পাঁচ সিকা

বিদ্যুৎপর্ণা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্কিকা। C. A. P. ফার্ষ্ট এম্পায়ার। সাধনা বোস ও অহীন্দ্র চৌধুরীর নাটনৈপুণ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ। গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। "নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনায় সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব"—যুগান্তর।···

"The author is to be congratulated without reserve." Amritabazar Patrika.···

বারো আনা

কাজল রেখা—অপূর্ব্ব শিশু-নাট্য। স্কুলে কলেজে অভিনীত।

চার আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা